যুগান্তর

26 APR 2003

তারিখ ... 26 APR 2003

পৃষ্ঠা ... ১

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

বই উপহার দিবস নিয়ে কিছু কথা

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন এখন প্রায় গণউৎসবে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের এমন ব্যাপক অংশগ্রহণ বাংলাদেশের আর কোন দিবসে দেখা যায় না। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নববর্ষ পালন একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিশ্বের আর কোন দেশে তাদের নিজেদের নববর্ষ পালনে এমন সম্পৃক্ততা দেখা যায় কিনা সন্দেহ। কিছুটা শোনা যায়, চীন দেশের নিজস্ব নববর্ষ পালন বেশ সাড়ম্বরে দেশজুড়ে পালিত হয়। আমার ধারণা, যত দিন যাবে বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ পালন আরও ব্যাপকভাবে পালিত হবে।

এবার বাংলা নববর্ষ পালন আরও একটা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বছর নববর্ষের প্রাক্কালে চৈত্র সংক্রান্তির দিন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক ও প্রকাশকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। কবি-সাহিত্যিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অন্তরঙ্গ সাক্ষাতের তেমন সুযোগ সচরাচর হয় না। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর এই আমন্ত্রণ খুবই প্রশংসাযোগ্য। অনুমান করি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এই সমাবেশের আয়োজন করেছে। আশা করি এ রকম সমাবেশ প্রতি নববর্ষে আয়োজন করা হবে। যেহেতু এটা প্রথম সমাবেশ সেজন্য আয়োজনে কিছু ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। ত্রুটিগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় বারবার একই ভুল করতে থাকবে।

প্রথমত বলা দরকার, মন্ত্রণালয় মনে হয় এটাকে বিএনপিমনা লেখক-সাংবাদিকদের সমাবেশ করতে চেয়েছে। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দেখে (টিভির পর্দায়) তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম অনেকে রয়েছেন। তবু এটাকে দলীয় সমাবেশই মনে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানাবেন তখন সেই গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, সেটাই স্বাভাবিক। একটা বিশেষ মান বা মর্যাদাসম্পন্ন লেখক-কবি-প্রকাশকদের আমন্ত্রণ জানানো উচিত। মনে রাখতে হবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে, বিএনপির চেয়ারপার্সনের সঙ্গে নয়। এখানে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া যদি শুধু দলীয় সেদিনের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি পহেলা বৈশাখকে 'বই উপহার দিবস' হিসেবে উদযাপনের আহ্বান জানান।

খুব সুন্দর আহ্বান। তার এই আহ্বানে যদি মন্ত্রিসভার সব সদস্য, তার দলের এমপি, তার দলের প্রত্যেকটি শাখার কর্মকর্তা ও কর্মীরা সাড়া দিতেন তাহলে একটি প্রশংসাযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতো। আশা করি তারা তাদের নেত্রীর এই সুন্দর উদ্যোগটি সফল করবেন। অবশ্য এই আহ্বান শুধু দলের নেতাদের জন্য নয়। দেশের সব সাক্ষর ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। তবু নিজের ঘরে আগে সূচনা হলে অন্যরা উৎসাহিত হবেন।

প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি বক্তব্যও খুব প্রশংসাযোগ্য। একই বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, 'নববর্ষে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যার বাড়িতেই যান না কেন মিষ্টির প্যাকেটের সঙ্গে একটি করে বই নিন।' তিনি এই দিনে তাদের সন্তান, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রীকে বই উপহার দেয়ার আহ্বান জানান।

দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বই উপহার দেয়ার আহ্বান জানান তখন তার একটা প্রভাব সমাজে নিশ্চয় পড়বে।

একথা বহুবার বলা বা লেখা হয়েছে- আমাদের সমাজ এখন ক্রমশ বইবিমুখ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তরুণ ও কিশোর প্রজন্ম বইয়ের চেয়ে টিভির প্রতি বেশি মোহগ্রস্ত। কাজেই বই পড়া বা বই উপহার দেয়ার জন্য খোদ প্রধানমন্ত্রী যখন আবেদন জানান, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈকি।

দেশে বই পড়ার বা বই কেনার হার বাড়ানোর জন্য আরও দুটি উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এর একটি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, অপরটি বেসরকারি সংস্থা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের। বহু প্রকাশক আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছেন।

কিন্তু সরকারের এত সুন্দর একটি উদ্যোগ কুৎসিত রাজনীতির প্রভাবে ভেস্তে যেতে বসেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরপেক্ষভাবে বই নির্বাচন ও ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা আওয়ামী লীগ আমল থেকে শুরু। বিএনপি আমলও তার ব্যতিক্রম নয়। আগে ছিল বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই ও আওয়ামী লেখকদের একচেটিয়া দাপট। আর এখন জিয়াউর রহমান বিষয়ক বই ও জাতীয়তাবাদী লেখকদের দাপট। ফাঁক-ফোকরে কিছু ভাল বইও সরকারি তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ লেখকই দলীয় বিবেচনায় মনোনীত হয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বইয়ের বিষয় বা মান দেখা হয় না, দেখা হয় লেখককে। লেখক যদি 'আমাদের লোক' হন তাহলে সেই বই মনোনীত। ক্ষমতাসীন দল, তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবী, লেখক ও গবেষকদের দাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নীতিমালার আলোকে সুনির্বাচিত বই ক্রয় করা সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতিও। মোট কথা বই ক্রয় ও বই পাঠে উৎসাহদানের জন্য সরকারের একটা সুন্দর উদ্যোগ কুৎসিত রাজনীতির প্রভাবে প্রায় অপমৃত্যুর মুখোমুখি।

এই পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন নববর্ষকে 'বই উপহার দিবস' হিসেবে পালনের আহ্বান জানান তখন বই নিয়ে সরকার সংশ্লিষ্ট কোন কোন কর্মকর্তার আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। অনেকে বলতে পারেন, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। না, আমি ভিন্ন বিষয় মনে করি না। দুটো ঘটনাই বই সম্পর্কে সরকারের নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। সরকার যদি বইয়ের প্রচার ও প্রসারে সত্যি আগ্রহী হতো তাহলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বই ক্রয় কর্মসূচির ওপর নজরদারি রাখতেন। সরকারের একটা সুন্দর কর্মসূচি অলেখক, দুর্বল লেখক বা রাজনৈতিক টাউটদের কবলে পড়ে ধ্বংস হতে বসেছে তা কি শিক্ষামন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের কারও গোচরে আসেনি? এ নিয়ে অনেক খবর সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছে। তারপরও সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল এ ব্যাপারে একদিকে সরকারের সৃজনশীল বই ক্রয় নীতি দুর্নীতিতে ডুবে থাকবে, অপরদিকে পহেলা বৈশাখকে 'বই উপহার দিবস' ঘোষণা করা হবে- তা হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যে বইয়ের ব্যাপারে আন্তরিক তা প্রমাণ করতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বই ক্রয় প্রক্রিয়াকে দুর্নীতি ও দলবাজিমুক্ত করতে হবে। তা না করতে পারলে প্রধানমন্ত্রীর বই উপহার দেয়ার আহ্বান যথার্থ গুরুত্ব লাভ করবে না। কারণ 'বই'-এর প্রসার সম্পর্কে একই সরকারের দুই নীতি হতে পারে না।

আমার সন্দেহ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বই ক্রয় নিয়ে কি দুর্নীতি ও দলবাজি হয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী অবহিত নন। এমনটা হতেই পারে। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রের রিপোর্টকে তার সহচররা 'আওয়ামী প্রচারণা' বলে বুঝিয়ে থাকতে পারেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বই কেলেংকারি সম্পর্কেও তাই হয়েছে বলে আমার সন্দেহ। প্রধানমন্ত্রী নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানতে পারেন।

বাংলা নববর্ষে বই উপহার দেয়ার আহ্বান সত্যি প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি প্রশংসাযোগ্য কাজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থে নির্বাচিত বই কিনে দেশের স্কুল-কলেজের লাইব্রেরিতে দেয়া। এক্ষেত্রে বইয়ের নির্বাচন খুব কঠিন কাজ। হাজার হাজার বই থেকে কয়েকশ' উপযুক্ত, প্রয়োজনীয়, উপভোগ্য বই (টাইটেল) নির্বাচন খুব সহজ কাজ নয়। আর সেই বই নির্বাচন নিয়েই শুরু হয়েছে দলবাজি ও দুর্নীতি। নববর্ষে বই উপহার দেয়ার আহ্বান আরও সফল হবে যদি প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বই ক্রয় সংক্রান্ত একটি বৃথই প্রশংসাযোগ্য কর্মসূচিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন এবং অন্তত কয়েকজন দুর্নীতিবাজ লেখক ও প্রকাশককে শাস্তি দিতে পারেন।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : *কলাম লেখক*

২১.৪.০৩

> প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নববর্ষকে 'বই উপহার দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে তার বই নীতির পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য ঘোষণা দেয়ার মধ্যে কোন কষ্ট করতে হয় না। কষ্ট করতে হয় সরকারের নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হলে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বই ক্রয় নীতি যে ভণ্ডুল হতে বসেছে তা রোধ করতে হলে কর্মসূচির ওপর নজরদারি করতে হবে।